Remembrance of things past

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

EDITORIAL NOTE

The poem entitled "On the Centenary of Presidency College" was written by Prof. Manmohan Ghose (1869-1924) to commemorate that historic occasion and it first appeared in the centenary number of *The Presidency College Magazine* (vol. III, no. 3, 1917). Manmohan earned good fame as a budding poet during his student days at Christ College, Oxford University. Prof. Ghose joined the Department of English, Presidency College in the year 1896 and along with his six illustrious colleagues (H.M. Percival, Bipin Gupta, Jagadish Chandra Bose, Prasanna .K. Ray, Prafulla Chandra Ray and Binayendra Nath Sen) came to be known as the *Saptarshi* of Presidency College .

Standing at the threshold of the bicentenary of our great *alma mater*, as we wait for a new poem to be written for the occasion, it is only appropriate to recall how one of our all time great Gurus reflected on the previous landmark occasion a hundred years back. The poem reflects the pain and horror of the First World War that was *raging* relentlessly across the world at that time. Now that we are passing through a spell of terrorist horrors perpetrated by mindless fanatics, recalling Prof. Ghose's poem appears timely and appropriate. Subsequently reprinted in the poet's *Songs of Love and Death* (Basil Blackwell, Oxford, 1926) and later in the *Centenary Volume* (Calcutta, 1955), here it is retrieved from the original printed source.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

THE

Presidency College Magazine

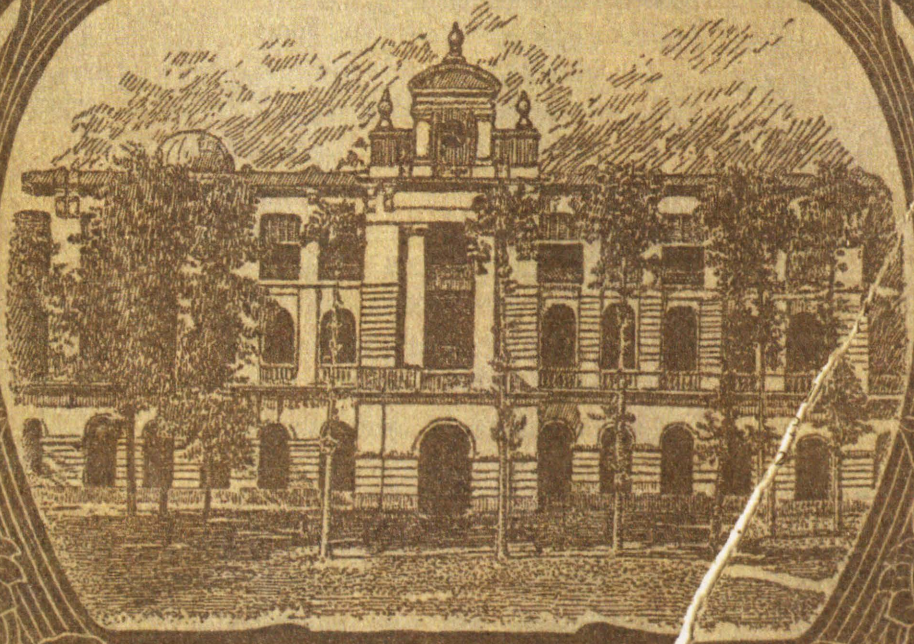

Published by:

Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.,

Presidency College, Calcutta.

NO. 3. VOL. III

Designed and executed by Gov School of Art, Calcutta.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

On the Centenary of the Presidency College.

I.

A hundred years! The very phrase
Unsepultures the million'd dead:
Three generations in that space,
Ghosts of the past, have breathed and fled.
Time shakes his hour-glass, and we slide,
We running human sands, away;
Vain, individual atoms,—glide
From name and memory. But the play
Of his chance-reaping scythe stops here:
Our frail race flowers upon its bier,
Man, feeble man, who from his dark
Gets no more, can no more endear
To the stern harvester his year
Than soaring eagle, feels a spark
Of the eternal burn in him. Some ark
That may survive the flood of things
He fashions, not for what so flies
His brief self, but that children's eyes
May see, and children's children's, builds
In the void future. There on wings
Indignant immortality
Lends him, in that abysm of time,
Where no sure certainty can climb
He ledges his sheer hope, where sings
Some torrent his lone fancy gilds,
In mists, the everlasting snows
Above him, nests his brave repose
High-eyried in posterity.

II.

So thought, so toil'd, so built the men
Our founders, whom to-day we laud,
Commemorate; from now to then
Over a hundred years applaud.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

To the true-hearted Britons praise!
Those three! from law and church who rose
And shop, this lasting fane to raise
For the lov'd Muses, verse and prose
Thought, science, numbers: to enshrine
Fair Learning's self, the lamp divine
In God's hand for mortality
To see by. Gulf of "mine" and "thine"
Though come from o'er the bitter brine
They knew not; no dividing sea
In race, pride, alien ancestry,
That with such cold estranging wave
Makes severance of us; through our blood
Howls against human brotherhood;
Than towering Himala more
Parts land from land; as in a grave
Buries mankind's growth, to congeal
In icy barriers: which with ease
They leap'd. Nor could caste, custom freeze
Their fiery souls, those two, our brave
Own native founders, who both bore
The name, and the large heart of kings.
To them, while all the patriot springs
To our lips, let the heart's thanks peal.

III.

For they saw, those far-sighting five,
Or, dim divining, surely felt
Shakespeare in Kalidasa thrive
In Bhababhuti Milton melt.
Through creed, race, colour they saw kin
The bleeding ransom Calvary's tree
Shed for us, and what under this
Tathagata's thought-agony
Dropt in the dreaming bot-leaf shade
At Gaya. And as, never to fade
What they in man's adoring soul
Hope, rapture, worship built, they made,
Those Heavenly Founders, one and whole
Like some cathedral's vault to roll,

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

Or God's blue, o'er humanity
For all to breathe in: so divined
Ours, building earthlier, that mind
Like soul (that catholic lesson) is
For all men; spreads like empire free;
This glorious fabric she uprears,
Britannia. Under the third George
When she pent Europe's splendid scourge
In Helena, they, rapt to see,
Prophets, the large imperial bliss
To be now, when earth's peace is spilt
By a worse madman, rose and built
This structure of a hundred years.

M. GHOSH.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

THE

Presidency College Magazine

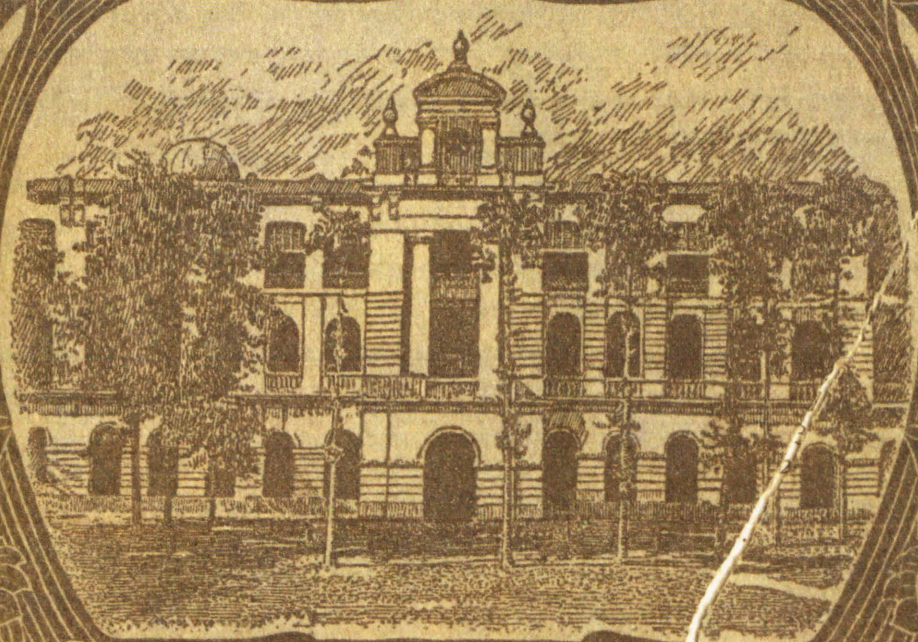

Published by:

Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.,

Presidency College, Calcutta.

NO. 2. VOL. IV

...signed and executed by Gov. School of Art, Calcutta.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

সম্পাদকীয় বক্তব্য

'রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ' *প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন*-এর ১৯১৭-র নভেম্বর (ভলিউম-৪, সংখ্যা-২) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণ ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বঙ্গীয় সাহিত্য সভা' (The Presidency College Bengali Literary Society)-র বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার সারাংশ।

The Presidency College Bengali Literary Society-প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯১৬-র আগস্ট মাসে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে সেই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। '১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭, বাংলার ১ আশ্বিন, ১৩২৪' তারিখে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই একটি সারাংশ 'রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ' শিরোনামে ১৯১৭-র নভেম্বর সংখ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গত পাঠকদের জানিয়ে রাখি রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণটি তাঁর কোনো গ্রন্থে অথবা রচনাবলীতে সংকলিত হয়নি। এই অভিভাষণ সম্পর্কে প্রশান্তকুমার পাল তাঁর *রবিজীবনী*-র সপ্তম খন্ডে কালিদাস নাগ-এর একটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করেছেন ঃ 'কলেজের পর Presidency College-এ গেলুম, কবি বাংলায় বক্তৃতা দিলেন।' প্রশান্ত পাল লিখেছেন - 'নিশ্চয়ই মৌখিক বক্তৃতা ছিলো, এর লিখিত রূপ সম্ভবত কোথাও মুদ্রিত হয়নি - অন্যত্র এর কোনো খবরও পাওয়া যায়নি।'

একথা ঠিক যে বক্তৃতার পূর্ণাঙ্গ রূপটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু *প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন*-এর নভেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায় তার একটি 'সারাংশ' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্সির দুশো বছর পূর্তির সূচনা-লগ্নে আমরা এই অভিভাষণের হুবহু প্রতিলিপি 'অটম অ্যানুয়াল'-এর পাঠকদের উদ্দেশে নিবেদন করছি।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।*

আমার এই মনে হয়, ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়ে সমগ্র জগৎ জ্ঞানের ও ভাবের সম্পদ গ্রহণ করছে, সেটা সত্য কথা। বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গেলে মানুষকে ঠকতে হবে। যারা বর্ত্তমান কালের মধ্য দিয়ে যায়নি, সে সমস্ত দেশ জীবন-সংগ্রামে পিছিয়ে পড়বে। ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে যারা সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তারাই উন্নতি করচে। বর্ত্তমান যুগ ইয়োরোপীয় সভ্যতার যুগ। এখন এমন কোনো জিনিষ চলবে না, যা ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ছন্দ রক্ষা না করে চলবে। বিশ্বপৃথিবীর সহিত আমাদের ব্যবহারের মূলে ইয়োরোপীয় সভ্যতা। ইংরাজীর ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছি, সেটাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করবো। আজকে সেটাকে যদি ব্যবহারে না লাগাতে পারি ত' আমরা ঠকবো। কিন্তু বাঙ্গালাভাষা যদি আয়ত্ত না হয় তা হলে যা আমরা শিখব তা প্রয়োগ করতে পারব না। যাঁরা ইংরাজী শিক্ষা করবেন, তাঁদের আপনার ভাষায় প্রকাশ করবার জ্ঞান যদি না জন্মায়, তা হ'লে সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের মত হবে। যেখানে আমরা ইংরাজীর ভিতর দিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করছি, সেটা যাতে সর্ব্বত্র প্রচার করতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের হৃৎপিণ্ডের একটা কাজ হচ্ছে—একবার রক্ত সেখান থেকে আসে, সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানদেহের হৃৎপিণ্ড মনে করলে, দেখা যায় তার দুইটী ক্রিয়া আছে—তার একদিক দিয়ে জ্ঞান এসে জমবে, তার পর চারিদিকে সেটা পরিব্যাপ্ত হবে। দুইটীই চাই, কোনটীকে অবজ্ঞা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা আর থাকিবে না। একথা অত্যন্ত সহজ কথা। এ সকল কথা বলতে গিয়ে যে যুক্তি দিতে হবে এ আমি মনে করি না। তবে যখন দেশে অস্বাভাবিকতার উদয় হয়, তখন সহজ কথা বিশেষ করে বুঝাতে হয়। ইংরাজী ভাষার চর্চ্চায় পাছে লেশমাত্র ব্যাঘাত হয়, এইটে মনে রেখে

---

* প্রেসিডেন্সী কলেজ বঙ্গীয় সাহিত্য সভার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা সম্বন্ধে যে কুণ্ঠা দেখা যায়, সেটা ইংরাজের মনে ত' দেখি না। একটা কারণ, ইংরাজী ভাষায় আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন আছে। যেখানে ইংরাজী শিখ্‌লে রাজকর্ম্মচারীর পদপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে একটা আশঙ্কা হয়, যদি এর কোনও শৈথিল্য হয় ত' আমাদের পক্ষে সেটা সাংঘাতিক হবে।

এ সম্বন্ধে জাপানের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা যেতে পারে। ইয়োরোপীয় শিক্ষা যেমন জাপান আপামরসাধারণের মধ্যে বিতরণের উপায় অবলম্বন করেছে, তাতে করে সে পৃথিবীর মধ্যে খুব বড় একটা স্থান অধিকার করেছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখলুম, ছোট ছোট অল্পবয়স্কা দাসী জাপানী ভাষায় এমন এমন সব বই পড়ছে যে আমাদের শিক্ষিত লোকেও সে সব পড়ে না। আমার বাড়ীর বালিকা দাসী যখন বল্লে যে তার 'সাধনা' পড়্‌তে ভাল লাগে, তখন বিস্মিত হয়েছিলুম। তার পর যখন সে দেখালে যে 'সাধনার' জাপানী অনুবাদ তার হাতে আছে, তখন আরও বিস্মিত হলুম। সেখানকার সাধারণ ব্যক্তি—সমাজে যাদের বড় স্থান নয়—তারা সকলেই উৎসাহের সঙ্গে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে—নূতন যুগের নূতন রস, নূতন বার্ত্তা তাদের মনকে অভিষিক্ত করেছে। এর প্রধান কারণ মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে তারা বিশ্বের জ্ঞানের রস পেয়েছে। এই নূতন যুগের সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ভাব—সমস্ত তাদের দ্বারে এসে পড়েছে—সমস্ত জ্ঞানের ভাবের সম্পদ্ জাপানের চিত্তের মধ্যে গিয়ে উপনীত হয়েছে। এইটে যখন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখ্‌তে পার্‌চি, তখন বুঝ্‌তে পারি যে আমাদের ভবিষ্যতের সমস্ত উন্নতি নির্ভর কর্‌চে, আমাদের এই নিজের ভাষাকে গৌরবান্বিত করে তোলার উপরে। আমাদের দেশ কেবল ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয়, কেবল মাটী দিয়ে তৈরী সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়; এই যদি হ'ত তবে ত চাষবাস ক'রে দিন কেটে' যেত আর মনে হ'ত দেশের সম্বন্ধে সব কর্ত্তব্য শেষ করলুম। কিন্তু আমাদের একটা মানসভূমি আছে—আমাদের মন জন্মগ্রহণ করেচে আমাদের দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে। প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে—খনিজ পদার্থ প্রভৃতিকে যেমন আমরা ব্যবহারে আন্‌তে পারলে উন্নতি লাভ করি, সেইরূপ আমাদের এই মানস জন্মভূমির এই সাহিত্য ক্ষেত্রের সমস্ত শক্তির পূর্ণতা সাধনেই আমাদের উন্নতি। বাঙ্গালা দেশ কি কেবল ইয়োরোপের পাটের বস্তাই যোগাবে? বিদেশের সঙ্গে আমাদের এই বাণিজ্য সম্বন্ধ আমাদের দারিদ্র্য দূর করেছে—সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ ক'রে দিয়েছে তার সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটুকু কত সামান্য। নীল, পাট, ধান, গরুর, চামড়া কি হাড় দেশদেশান্তরে যাবে বলে সেইটুকুই সব হ'ল—তাত নয়। আমাদের মানসভূমির কি চাষ বন্ধ থাকবে? সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্য কি পৃথিবীকে দিতে হবে না? জ্ঞানের পণ্য, ভাবের পণ্য সম্বন্ধে আমাদের কেবল আমদানিই চল্‌বে আর রফ্‌তানি একেবারে বন্ধ?

সাধারণতঃ শুন্‌তে পাওয়া যায়—অনেকে বলেন যে তোমাদের সাহিত্যে আছে কি? কিন্তু সেটা বল্‌তে লজ্জা পাওয়া উচিত। সে লজ্জা ভাষার নয়। আমাদের ভাষার এমন শক্তি আছে যে তাতে আধুনিককালের ও প্রাচীনকালের সমস্ত ভাব বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে পারি। যদি শিক্ষার সঙ্গে ভাষার যোগ না কর্‌তে পারি, ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাড়্‌বে না। শিক্ষার সঙ্গে সজীব ভাষার প্রত্যক্ষ যোগ। আমাদের মন যতটা পায়, সেটাকে আমাদের ভাষার মধ্যে প্রকাশ কর্‌তে হবে। ভাষা ও শিক্ষার সংযোগ না থাক্‌লে দুর্গ্রহ হবে। জৈব উপকরণ হ'লে মানুষ যেমন সেটাকে আপনার দেহের সামিল করে' নিতে পারে, লালার সঙ্গে মিশিয়ে, জারক রসের মধ্য দিয়ে আপনার শারীর পদার্থ করে নিয়ে আপনার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, ইংরাজী শিক্ষাকে আমরা তেমন ক'রে আপনার জিনিষ কর্‌তে পারিনি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষাকে ভাষার মধ্য

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

দিয়ে জৈব পদার্থ না কর্‌তে পারি, ততক্ষণ সে শিক্ষা আমাদের পরিহাস করবে। এই পরিহাস দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ত আর দাঁড়িয়ে নেই, যদিও বা এর সভ্য জগতে স্থান নেই, যদিও ভারতীয় রাজসভায় এর স্থান সম্ভবপর নহে, তবুও যখন থেকে আমাদের চিত্তের উন্মেষ হয়েচে, অন্তরের ভিতর তখনই তার জাগরণ প্রথম বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলীর ন্যায় এই ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েচে, সুতরাং আজকের দিনে এই ভাষাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। আমার কথা এই যে আপনারা এতগুলি যুবক আছেন, আপনাদের মধ্যে প্রবল শক্তি রয়েছে। আপনাদের কাছে কত বড় দাবী; আপনাদের সকলের কাছে উপস্থিত—দেশের ভাষার দাবী, মানসজন্মভূমির দাবী। এটা ছোট জিনিষ নয়, যা অসম্পূর্ণ আছে, সেটাকে আমাদের চেষ্টায় সম্পূর্ণ কর্‌তে হবে। এইখানে একটা গৌরবের কথা আছে, বাহির থেকে যে রুটীন ঠিক্ করা হয়, সেটা আমরা মানতে বাধ্য, কিন্তু যেটা আমরা আন্তরিক প্রীতির সহিত করব, সেটার গৌরব খুব বেশী। এই যে আয়োজন হয়েছে, এই যে ক্ষুদ্র সভাটি অত্যন্ত ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েচে—ইহা সকলকে ছাড়িয়ে যাবে আমি এই আনন্দটুকু জানাবার জন্য আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি।

১লা আশ্বিন, ১৩২৪।

Two misprints occurred in the list of recruits published in the September issue of our Magazine :—

Read 6. Mr. Narendra Mohan Bose *for* Mr. Nagendra Mohan Bose.

,, 52. Mohammed Golam Jilani *for* Mohammed Golam Iclain.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073